দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ ৩য় পত্র – প্রশ্নপত্র-১৯৯৩ প্রসঙ্গে

১৯৯৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত (সিলেবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ডিগ্রী (পাস ও সাবঃ) পরীক্ষায় ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্রে (আরবী সাহিত্য) লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ২নং প্রশ্নে ৩টি ব্যাখ্যার মধ্যে ২টি গদ্যাংশ থেকে এবং ১টি পদ্যাংশ থেকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহে পদ্যাংশ থেকে ২টি এবং গদ্যাংশ থেকে ১টি ব্যাখ্যা দেয়া হত। যাতে ছাত্র/ছাত্রীরা পদ্য এবং গদ্য উভয় অংশই পড়তে অনুপ্রাণিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালের প্রশ্নপত্র অনুযায়ী যদি কোন ছাত্র/ছাত্রী পদ্যাংশ একেবারেই স্পর্শ না করে তবুও সে লেটার মার্কস (৮০-এর উপরে) নম্বর প্রত্যাশা করতে পারে। যা একটা অসমতা সৃষ্টি করে। তাই কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সিলেবাস অনুযায়ী অনুষ্ঠিত ১৯৯৪ সালের ডিগ্রী পীরক্ষায় ইসলামিক স্টাড়িজ ৩য় পত্রে (আরবী সাহিত্য) ১৯৯৩ সালের প্রশ্নের ধারা অনুসরণ না করে, পূর্বের ধারা অনুসরণ করে আমাদের অসুবিধা দূর করে বাধিত করবেন।

—হারুন অর রশীদ,
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

হায়রে অনার্স কোর্স

আমরা যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে অনার্স পড়ালেখা করছি, আসলেই কি আমরা অনার্স পড়ালেখা করছি? যারা কলেজগুলোতে অনার্স পড়ালেখা করছেন, তারাই বুঝতে পারবেন। সত্যি কথা, এভাবে অনার্স পড়া যায় না, পড়া চলে না। কারণ, আজ এইচএসসি পরীক্ষা, কাল ডিগ্রী পরীক্ষা, পরশু অনার্স, তরশু মাস্টার্স প্রথম পর্ব, শেষ পর্ব ইত্যাদি আছেই। তা ছাড়া বিভিন্ন বন্ধ, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, সব মিলিয়ে বছরে তিন মাস ভালভাবে ক্লাস হয় কিনা সন্দেহ। আবার লাইব্রেরীতে বই নেই, সেমিনার নেই, পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতি নেই। শেষে পরীক্ষার ফলাফল খারাপ। আবার শুনছি দেশের সব সরকারী কলেজে অনার্স কোর্স চালু করা হবে। আমি বলতে চাই, এসব চিন্তা বাদ দিন। চালু করলেই তো হবে না। বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিন্তা করুন। আমার মতে, দেশের সব কলেজ থেকে অনার্স কোর্স উঠিয়ে দেয়া হোক। উক্ত সমস্যাগুলো জাতীয় বিশ্ববিদালয় কর্তৃপক্ষ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিন্তা করে দেখুন, আমরা অনার্স কোর্সের নামে কি পড়ালেখা করছি। হায়রে অনার্স কোর্স!

—মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (সপু),
বিএসসি (অনার্স) রসায়ন,
২য় বর্ষ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।